بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ওহী

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

- **এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। [নাজম (৫৩) : ৩-৪]**

- Nor does he speak of (his own) desire. It is only an Inspiration that is inspired. **[Najm (53) : 3-4]**

وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ﴿٤٥﴾

ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَـٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾

- **সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত, আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম। এবং কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন ধমনী, অতপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।**

[হাক্কা (৬৯) : ৪৪-৪৭]

- And if he (Muhammad SAW) had forged a false saying concerning Us (Allâh swt), We surely should have seized him by his right hand (or with power and might), And then certainly should have cut off his life artery (Aorta), And none of you could withhold Us from (punishing) him. **[Haqqah (69) : 44-47]**

জ্ঞান ছাড়া কথা

قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ

ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٣٣﴾

- **বল, 'নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা - যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যাহা তোমরা জান না। [আরাফ (৭) : ৩৩]**

- Say (O Muhammad SAW): "(But) the things that my Lord has indeed forbidden are *AlFawâhish* (great evil sins, every kind of unlawful sexual intercourse, etc.) whether committed openly or secretly, sins (of all kinds), unrighteous oppression, joining partners (in worship) with Allâh for which He has given no authority, and saying things about Allâh of which you have no knowledge." **[Araf (7) : 33]**

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيۡطَٰنٖ مَّرِيدٖ ﴿٣﴾

- **মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের। [হাজ্জ (২২): ৩]**

- And among mankind is he who disputes concerning Allâh, without knowledge, and follows every rebellious (disobedient to Allâh) *Shaitân* (devil) (devoid of each and every kind of good). **[Hajj (22) : 3]**

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ﴿٨﴾

ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَنُذِيقُهُۥ

يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٩﴾

- মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাহাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকাইয়া লোকদিগকে আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। তাহার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহকালে এবং কিয়ামতের দিবসে আমি তাহাকে আস্বাদ করাইব দহন যন্ত্রণা [হাজ্জ (২২) ৮-৯]

- And among men is he who disputes about Allâh, without knowledge or guidance, or a Book giving light (from Allâh) , Bending his neck in pride (far astray from the Path of Allâh), and leading (others) too (far) astray from the Path of Allâh. For him there is disgrace in this worldly life, and on the Day of Resurrection We shall make him taste the torment of burning (Fire). **[Hajj (22) : 8-9]**

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ﴿

- আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়। [কাহফ (১৮) : ৫৪]

- And indeed We have put forth every kind of example in this Qur'ân, for mankind. But, man is ever more quarrelsome than anything. **[Kahf (18) : 54]**

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿

- তোমাদের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য তোমরা বলিও না, 'ইহা হালাল এবং উহা হারাম'। নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না। [নাহল (১৬) : ১১৬]

- And say not concerning that which your tongues put forth falsely: "This is lawful and this is forbidden," so as to invent lies against Allâh. Verily, those who invent lies against Allâh will never prosper. **[Nahl (16) : 116]**

ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ

وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

- যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাহাদের এই কর্ম আল্লাহ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন।

[মু'মিন (৪০) : ৩৫]

- Those who dispute about the *Ayât* (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allâh, without any authority that has come to them, it is greatly hateful and disgusting to Allâh and to those who believe. Thus does Allâh seal up the heart of every arrogant, tyrant. (So they cannot guide themselves to the Right Path).

[Mu'min (40) : 35]

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

- যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার অনুসরণ করিও না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়-উহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

[ইসরা (১৭) : ৩৬]

- And follow not (O man i.e., say not, or do not or witness not, etc.) that of which you have no knowledge (e.g. one's saying: "I have seen," while in fact he has not seen, or "I have heard," while he has not heard). Verily! The hearing, and the sight, and the heart, of each of those you will be questioned (by Allâh). **[Isra (17) : 36]**

অনুমান

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ

- **উহাদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না, উহারা যাহা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। [ইউনুস (১০) : ৩৬]**

- And most of them follow nothing but conjecture. Certainly, conjecture can be of no avail against the truth. Surely, Allâh is All-Aware of what they do. **[Yunus (10) : 36]**

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا

- **অথচ এই বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নাই। [নাজম (৫৩) : ২৮]**

- While they have no knowledge thereof. They follow but a guess, and verily, guess is no substitute for the truth. **[Najm (53) : 28]**

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا
ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

- **যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু অনুমান ভিত্তিক কথা বলে। [আনআম (৬) : ১১৬]**

- And if you obey most of those on earth, they will mislead you far away from Allâh's Path. They follow nothing but conjectures, and they do nothing but lie. **[An'am (6) : 116]**

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

- **হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত খাইতে চাহিবে? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। [হুজুরাত (৪৯) : ১২]**

- O you who believe! Avoid much suspicions, indeed some suspicions are sins. And spy not, neither backbite one another. Would one of you like to eat the flesh of his dead brother? You would hate it (so hate backbiting) . And fear Allâh. Verily, Allâh is the One Who accepts repentance, Most Merciful. **[Hujurat (49) : 12]**

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿﴾

- **'তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমি তোমাগিকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না?'**

[মু'মিনূন (২৩) : ১১৫]

- "Did you think that We had created you in play (without any purpose), and that you would not be brought back to Us?" **[Mu'minun (23) : 115]**

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿﴾

- **এবং আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তাহারা আমারই 'ইবাদত' করিবে।[যারিয়াত (৫১) : ৫৬]**
- And I (Allâh) created not the jinns and humans except they should worship Me (Alone). **[Zariyat (51) : 56]**

দলিল

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا ﴿﴾

ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿﴾

- **বল, 'আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের?' উহারাই তাহারা, 'পার্থিব জীবনে যাহাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তাহারা মনে করে যে, তাহারা সৎকর্মই করিতেছে।[কাহাফ (১৮) ১০৩-১০৪]**
- Say (O Muhammad SAW): "Shall We tell you the greatest losers in respect of (their) deeds? "Those whose efforts have been wasted in this life while they thought that they were acquiring good by their deeds!

[Kahf (18) 103-104]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ ﴿﴾

- **হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করিও না। [মুহাম্মদ (৪৭):৩৩]**
- O you who believe! Obey Allâh, and obey the Messenger (Muhammad SAW) and render not vain your deeds. **[Muhammad (47) : 33]**

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِۦ
عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾

- **এবং উহারা ‘ইবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর যাহার সম্পর্কে তিনি কোন দলিল প্রেরণ করেন নাই এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই। [হাজ্জ (২২) : ৭১]**

- And they worship besides Allâh others for which He has sent down no authority, and of which they have no knowledge and for the *Zâlimûn* (wrong-doers, polytheists and disbelievers in the Oneness of Allâh) there is no helper. **[Hajj (22) : 71]**

وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ
هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

- **এবং তাহারা বলে, ‘ইয়াহূদী বা খৃস্টান ছাড়া অন্য কেহ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।’ ইহা তাহাদের মিথ্যা আশা। বল, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর। [বাকারা (২) : ১১১]**

- And they say, "None shall enter Paradise unless he be a Jew or a Christian." These are their own desires. Say (O Muhammad Peace be upon him), "Produce your proof if you are truthful." **[Baqarah (2) : 111]**

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا۟ بِهِۦ يُشْرِكُونَ ﴿

- **আমি কি উহাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা উহাদিগকে শরীক করিতে বলে?[রূম (৩০):৩৫]**

- Or have We revealed to them a Scripture, which speaks of that which they have been associating with Him?

[Rum (30):35]

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ
وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا
تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

- **‘তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা কেবল কতকগুলি নামের ‘ইবাদত করিতেছ, যেই নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ; এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়াছেন অন্য কাহারও ‘ইবাদত না করিতে, কেবল তাঁহার ব্যতীত; ইহাই শাশ্বত দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে। [ইউসূফ (১২) : ৪০]**

- "You do not worship besides Him but only names which you have named (forged), you and your fathers, for which Allâh has sent down no authority. The command (or the judgement) is for none but Allâh. He has commanded that you worship none but Him (i.e. His Monotheism), that is the (true) straight religion, but most men know not. **[Yusuf (12) : 40]**

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَٰدِلُونَنِى فِىٓ
أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ
فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾

- **সে বলিল, ‘তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াই আছে; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাহ এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্ট করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন সনদ পাঠান নাই? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।’ [আরাফ (৭) : ৭১]**

- (Hûd) said: "Torment and wrath have already fallen on you from your Lord. Dispute you with me over names which you have named - you and your fathers, with no authority from Allâh? Then wait, I am with you among those who wait." **[Araf (7) : 71]**

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ
إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ

- **এইগুলি কতক নাম মাত্র যাহা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রাখিয়াছ, যাহার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। তাহারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ আসিয়াছে। [নাজম (৫৩) ২৩]**

- They are but names which you have named, you and your fathers, for which Allâh has sent down no authority. They follow but a guess and that which they themselves desire, whereas there has surely come to them the Guidance from their Lord! **[Najm (53) 23]**

قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ۖ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى
ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَـٰنٍۭ بِهَـٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

- **তাহারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি মহান পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত! যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলে ও যাহা কিছু আছে পৃথিবীতে তাহা তাঁহারই। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোন সনদ নাই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই? [ইউনূস (১০) : ৬৮]**

- They (Jews, Christians and pagans) say: "Allâh has begotten a son (children)." Glory be to Him! He is Rich (Free of all wants). His is all that is in the heavens and all that is in the earth. No warrant you have for this. Do you say against Allâh what you know not. **[Yunus (10) : 68]**

قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ
وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَـٰحَ
مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

- **সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিব? আমি তোমাদিগকে তাহা নিষেধ করি না। আমি তো আমার সাধ্যমত সংস্কারই করিতে চাহি। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে; আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী। [হূদ (১১) : ৮৮]**

- He said: "O my people! Tell me, if I have a clear evidence from my Lord, and He has given me a good sustenance from Himself (shall I corrupt it by mixing it with the unlawfully earned money). I wish not, in contradiction to you, to do that which I forbid you. I only desire reform so far as I am able, to the best of my power. And my guidance cannot come except from Allâh, in Him I trust and unto Him I repent. **[Hud (11) : 88]**

> ***সাহল ইবন আবূ সাহল (র.) .... আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আসমানের নীচে সর্বপেক্ষা নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি তারা, যারা জাহান্নামের কুকুর (খারিজীরা)। আর তাদের যারা কতল করবে, তারা হবে উত্তম। খারিজীরা আগে ছিল মুসলমান কিন্তু পরে কাফির হয়ে গিয়েছে। (রাবী বলেন) আমি বললামঃ হে আবূ উমামা! এটা কি আপনার নিজস্ব মতামত, যা আপনি বলছেন? তিনি বললেনঃ না; বরং এ কথা আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকেই শুনেছি।*** **[সুনানে ইবন মাজাহ - ১৭৬ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]**

> মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্ত আল মুকাদ্দামী (র.) .... সাহল ইব্‌ন (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হিফাযত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করি।[সহীহ বুখারী - ৫৯১৭ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

> ইবরাহীম ইব্‌ন হামযা (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় বান্দা এমন কথা বলে যার পরিণাম সে চিন্তা করে না, অথচ এ কথার কারণে সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব মাশরিক-এর দূরত্বের চাইতে অধিক।[সহীহ বুখারী - ৫৯২০ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

> ইবরাহীম ইব্‌ন আল-আলা যুবায়দী ..... আবূ আল-আযহার আল-মুগীরা ইব্‌ন ফারওয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা.) লোকদের সম্মুখে খুত্বা দেয়ার জন্য এমন একটি গৃহে দণ্ডায়মান হল যেখানে হিমসের বৈরাগীরা বসবাস করত। এরপর তিনি বলেন, হে জনগণ! অমুক দিন, চাঁদ দেখেছি। কাজেই আমরা রোযা রাখতে যাচ্ছি। আর যে ব্যক্তি এরূপ করতে ভালবাসে, সে যেন তা করে। রাবী বলেন, তখন তাঁর সম্মুখে মালিক ইব্‌ন হুবায়রা আল-সাবায়ী দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে মু'আবিয়া! তুমি তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে শ্রবণ করেছ, না এটা তোমার নিজের অভিমত? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা (শাবান) মাসে রোযা রাখবে এবং বিশেষভাবে এর শেষের দিকে।[আবু দাউদ শরীফ - ২৩২৩ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

পূর্বপুরুষদের অনুসরণ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٢١﴾

- **উহাদিগকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর।' উহারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিব।' শয়তান যদি উহাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে, তবুও কি? [লুকমান (৩১) : ২১]**

- And when it is said to them: "Follow that which Allâh has sent down", they say: "Nay, we shall follow that which we found our fathers (following)." (Would they do so) even if *Shaitân* (Satan) invites them to the torment of the Fire. **[Luqman (31) : 21]**

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًۭٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

- **যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর', তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাহাতে পাইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব।' এমন কি, তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও? [বাকারা (২) : ১৭০]**

- When it is said to them: "Follow what Allâh has sent down." They say: "Nay! We shall follow what we found our fathers following." (Would they do that!) Even though their fathers did not understand anything nor were they guided? **[Baqarah (2) : 170]**

قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

▪উহারা বলিল, 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।' [শুআরা (২৬) : ৭৪]

- They said: "Nay, but we found our fathers doing so." **[Shuara (26) : 74]**

قَالُوا۟ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَـٰبِدِينَ ﴿٥٣﴾

▪উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে ইহাদের পূজা করিতে দেখিয়াছি।' [আম্বিয়া (২১) : ৫৩]

- They said:"We found our fathers worshipping them." **[Anbiya (21) : 53]**

بَلْ قَالُوٓا۟ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

- **বরং উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।' [যুখরুফ (৪৩) : ২২]**

- Nay! They say: "We found our fathers following a certain way and religion, and we guide ourselves by their footsteps." **[Zukhruf (43) : 22]**

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا
يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

- **যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো', তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' যদিও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানিত না এবং সৎপথ প্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি? [মায়েদা (৫) : ১০৪]**

- And when it is said to them: "Come to what Allâh has revealed and unto the Messenger (Muhammad SAW for the verdict of that which you have made unlawful)." They say: "Enough for us is that which we found our fathers following," even though their fathers had no knowledge whatsoever and no guidance. **[Ma'idah (5) : 104]**

قَالَ ٱدْخُلُوا۟ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِى
ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُوا۟ فِيهَا جَمِيعًا
قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَـٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ
ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا
كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

- **আল্লাহ বলিবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানবদল গত হইয়াছে তাহাদের সহিত তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ কর'। যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে তখনই অপর দলকে তাহারা অভিসম্পাত করিবে, এমনকি যখন সকলে উহাতে একত্র হইবে তখন তাহাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; সুতরাং**

ইহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নি-শাস্তি দাও।' আল্লাহ্ বলিবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জান না।'- তাহাদের পূর্ববর্তিগণ পরবর্তীদিগকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন কর। [আরাফ (৭) : ৩৮, ৩৯]

- (Allâh) will say: "Enter you in the company of nations who passed away before you, of men and jinns, into the Fire." Every time a new nation enters, it curses its sister nation (that went before), until they will be gathered all together in the Fire. The last of them will say to the first of them: "Our Lord! These misled us, so give them a double torment of the Fire." He will say: "For each one there is double (torment), but you know not."

  The first of them will say to the last of them: "You were not better than us, so taste the torment for what you used to earn." **[Araf (7) : 38, 39]**

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلۡنَحۡمِلۡ خَطَٰيَٰكُمۡ
وَمَا هُم بِحَٰمِلِينَ مِنۡ خَطَٰيَٰهُم مِّن شَيۡءٍۖ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ١٢

- **কাফেররা মু'মিনদিগকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর। তাহা হইলে আমরা তোমাদের পাপ ভার বহন করিব।' কিন্তু উহারাতো তাহাদের পাপ ভারের কিছুই বহন করিবে না। উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। [আনকাবূত (২৯) : ১২]**

- And those who disbelieve say to those who believe: "Follow our way and we will verily bear your sins," never will they bear anything of their sins. Surely, they are liars. **[Ankabut (29) : 12]**

কালেমা তাইয়্যেবার উদাহরণ

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا كَلِمَةٗ طَيِّبَةٗ
كَشَجَرَةٖ طَيِّبَةٍ أَصۡلُهَا ثَابِتٞ وَفَرۡعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٢٤

- **তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়া থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার মূল সুদৃঢ় ও যাহার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত। [ইবরাহিম (১৪) : ২৪]**

- See you not how Allâh sets forth a parable? - A goodly word as a goodly tree, whose root is firmly fixed, and its branches (reach) to the sky (i.e. very high). **[Ibrahim (14) : 24]**

মুনাফিক ও কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করিবেন

وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا
وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ إِنَّكُمۡ
إِذٗا مِّثۡلُهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

- **কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রুপ করা হইতেছে, তখন যে পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হইবে তোমরা তাহাদের সহিত বসিও না, অন্যথায় তোমরাও উহাদের মত হইবে। মুনাফিক এবং কাফির সকলকেই আল্লাহতো জাহান্নামে একত্র করিবেন। [নিসা (৪) : ১৪০]**

- And it has already been revealed to you in the Book (this Qur'ân) that when you hear the Verses of Allâh being denied and mocked at, then sit not with them, until they engage in a talk other than that; (but if you stayed with them) certainly in that case you would be like them. Surely, Allâh will collect the hypocrites and disbelievers all together in Hell. **[Nisa (4) : 140]**

আল্লাহকে রব বলে মানা

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ
أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٢٥﴾

- তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন?’ উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, ‘আল্লাহ।’ বল, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহরই’, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জানে না। [লুকমান (৩১) : ২৫]

- And if you (O Muhammad SAW) ask them: "Who has created the heavens and the earth," they will certainly say: "Allâh." Say: "All the praises and thanks be to Allâh!" But most of them know not. **[Luqman (31) : 25]**

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ
ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿٩﴾

- তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ‘কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন?’ উহারা অবশ্যই বলিবে, ‘এইগুলি তো সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ’, [যুখরুফ (৪৩) : ৯]

- And indeed if you ask them, "Who has created the heavens and the earth?" They will surely say: "The All-Mighty, the All-Knower created them." **[Zukhruf (43) : 9]**

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ﴿٨٧﴾

- যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে, উহারা অবশ্যই বলিবে, ‘আল্লাহ।’ তবুও উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে? [যুখরুফ (৪৩) : ৮৭]

- And if you ask them who created them, they will surely say: "Allâh". How then are they turned away (from the worship of Allâh, Who created them)? **[Zukhruf (43) : 87]**

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ
وَٱلۡقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ﴿٦١﴾

- যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ‘কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন?’ উহারা অবশ্যই বলিবে, ‘আল্লাহ’। তাহা হইলে, উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে! [আনকাবুত (২৯) : ৬১]

- If you were to ask them: "Who has created the heavens and the earth and subjected the sun and the moon?" They will surely reply: "Allâh." How then are they deviating (as polytheists and disbelievers)? **[Ankabut (29) : 61]**

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحۡيَا بِهِ
ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ مَوۡتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ

- যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর? উহারা অবশ্যই বলিবে, ‘আল্লাহ’। বল, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই’। কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না। [আনকাবুত (২৯) : ৬৩]

- If you were to ask them: "Who sends down water (rain) from the sky, and gives life therewith to the earth after its death?" They will surely reply: "Allâh." Say: "All the praises and thanks be to Allâh!" Nay! Most of them have no sense. **[Ankabut (29) : 63]**

قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿

بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿

- **জিজ্ঞাসা কর, 'এই পৃথিবী এবং ইহাতে যাহারা আছে তাহারা কাহার, যদি তোমরা জান? - উহারা বলিবে, 'আল্লাহর'। বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?' - জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্ত আকাশ এবং মহা-'আরশের অধিপতি?' - উহারা বলিবে, 'আল্লাহ'। বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'**

  - জিজ্ঞাসা কর, 'সকল কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁহার উপর আশ্রয়দাতা নাই, যদি তোমরা জান? - উহারা বলিবে, 'আল্লাহর।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করিয়া মোহগ্রস্ত হইতেছ?'

  - বরং আমি তো উহাদের নিকট সত্য পৌছাইয়াছি; কিন্তু উহারা তো নিশ্চিত মিথ্যাবাদী। [মুমিনুন (২৩) : ৮৪-৯০]

- Say: "Whose is the earth and whosoever is therein? If you know!" They will say: "It is Allâh's!" Say: "Will you not then remember?" Say: "Who is (the) Lord of the seven heavens, and (the) Lord of the Great Throne?" They will say: "Allâh." Say: "Will you not then fear Allâh (believe in His Oneness, obey Him, believe in the Resurrection and Recompense for each and every good or bad deed)." Say "In Whose Hand is the sovereignty of everything (i.e. treasures of each and everything)? And He protects (all), while against Whom there is no protector, (i.e. if Allâh saves anyone none can punish or harm him, and if Allâh punishes or harms anyone none can save him), if you know." [*Tafsir Al-Qurtubî*, Vol. 12, Page 145] They will say: "(All that belongs) to Allâh." Say: "How then are you deceived and turn away from the truth?" Nay, but We have brought them the truth (Islâmic Monotheism), and verily, they (disbelievers) are liars. **[Mu'minun (23) : 84-90]**

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن
يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ
فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿

- **বল, 'কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃত হইতে কে বাহির করে এবং মৃতকে জীবিত হইতে কে বাহির করে এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করে?' তখন তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?**

  - তিনিই আল্লাহ, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ? [ইউনুস (১০) : ৩১-৩২]

- Say (O MuhammadSAW): "Who provides for you from the sky and from the earth? Or who owns hearing and sight? And who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living? And who disposes the affairs?" They will say: "Allâh." Say: "Will you not then be afraid of Allâh's Punishment (for setting up

rivals in worship with Allâh)?" Such is Allâh, your Lord in truth. So after the truth, what else can there be, save error? How then are you turned away? **[Yunus (10) : 31-32]**

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم
مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ
أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ
يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

- **তুমি যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে? বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' নির্ভরকারিগণ আল্লাহরই উপর নির্ভর করে। [যুমার (৩৯) : ৩৮]**

- And verily, if you ask them: "Who created the heavens and the earth?" Surely, they will say: "Allâh (has created them)." Say: "Tell me then, the things that you invoke besides Allâh, if Allâh intended some harm for me, could they remove His harm, or if He (Allâh) intended some mercy for me, could they withhold His Mercy?" Say : "Sufficient for me is Allâh; in Him those who trust (i.e. believers) must put their trust." **[Zumar (39) : 38]**

সে যুগের নাস্তিকদের উপস্থিতি ও ধারণা

وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا
لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

- **উহারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি আর কালই আমাদিগকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এই ব্যাপারে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে। [জাছিয়া (৪৫) : ২৪]**

- And they say: "There is nothing but our life of this world, we die and we live and nothing destroys us except *Ad-Dahr* (the time). And they have no knowledge of it, they only conjecture. **[Jathiya (45) : 24]**

إِنْ هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿

- **'আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমরা আর উত্থিত হইব না।' 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূবপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।' [দুখান (৪৪) : ৩৫-৩৬]**

- There is nothing but our first death, and we shall not be resurrected. "Then bring back our fore-fathers, if you speak the truth!" **[Dukhan (44) : 35-36]**

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য জান্নাত

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ
وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

- **যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহাদিগকে অলঙ্কৃত করা হইবে স্বর্ণ-কঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় তাহাদের পোশাক পরিচ্ছেদ হইবে রেশমের। [হাজ্জ (২২) : ২৩]**

- Truly, Allâh will admit those who believe (in the Oneness of Allâh Islâmic Monotheism) and do righteous good deeds, to Gardens underneath which rivers flow (in Paradise), wherein they will be adorned with bracelets of gold and pearls and their garments therein will be of silk. **[Hajj (22) : 23]**

শির্কের ভয়াবহতা

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ
بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨

- **নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার সহিত শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে। [নিসা (৪) : ৪৮]**

- Verily, Allâh forgives not that partners should be set up with him in worship, but He forgives except that (anything else) to whom He pleases, and whoever sets up partners with Allâh in worship, he has indeed invented a tremendous sin. **[Nisa (4) : 48]**

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن
يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١١٦

- **নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার সহিত শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং কেহ আল্লাহর শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। [নিসা (৪) : ১১৬]**

- Verily! Allâh forgives not (the sin of) setting up partners in worship with Him, but He forgives whom he pleases sins other than that, and whoever sets up partners in worship with Allâh, has indeed strayed far away. **[Nisa (4) : 116]**

لَقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ وَقَالَ ٱلۡمَسِيحُ
يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۖ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ
حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢

- **যাহারা বলে, 'আল্লাহই মারইয়াম তনয় মসীহ', তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই। অথচ মসীহ বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর 'ইবাদত কর।' কেহ আল্লাহর শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। [মায়েদা (৫) : ৭২]**

- Surely, they have disbelieved who say: "Allâh is the Messiah ['Iesa (Jesus)], son of Maryam (Mary)." But the Messiah ['Iesa (Jesus)] said: "O Children of Israel! Worship Allâh, my Lord and your Lord." Verily, whosoever sets up partners in worship with Allâh, then Allâh has forbidden Paradise for him, and the Fire will be his abode. And for the *Zâlimûn* (polytheists and wrongdoers) there are no helpers. **[Ma'idah (5) : 72]**

وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥

- **তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে, ‘তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিস্ফল হইবে এবং অবশ্য তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত। [যুমার (৩৯) : ৬৫]**

- And indeed it has been revealed to you (O Muhammad SAW), as it was to those (Allâh's Messengers) before you: "If you join others in worship with Allâh, (then) surely (all) your deeds will be in vain, and you will certainly be among the losers." **[Zumar (39) : 65]**

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ
رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن
ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾
وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾

وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾
ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟
لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

- **আর ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যাহা ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। - আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব, ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান ও আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও; আর এইভাবেই সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি; -এবং যাকারিয়া, ইয়াহয়া, ‘ঈসা এবং ইলয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। ইহারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত; - আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাঈল, আল-য়াসা‘আ, ইয়ূনুস ও লূতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে - এবং ইহাদের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে। আমি তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। ইহা আল্লাহর হিদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তাহারা যদি শিরক করিত তবে তাহাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত। [আনআম (৬) : ৮৩-৮৮]**

- And that was Our Proof which We gave Ibrâhim (Abraham) against his people. We raise whom We will in degrees. Certainly your Lord is AllWise, AllKnowing. And We bestowed upon him Ishâque (Isaac) and Ya'qûb (Jacob), each of them We guided, and before him, We guided Nûh (Noah), and among his progeny Dawûd (David), Sulaimân (Solomon), Ayub (Job), Yûsuf (Joseph), Mûsa (Moses), and Hârûn (Aaron). Thus do We reward the gooddoers. And Zakariyâ (Zachariya), and Yahya (John) and 'Iesa (Jesus) and Iliyâs (Elias), each one of them was of the righteous. And Ismâ'il (Ishmael) and Al-Yas'â (Elisha), and Yûnus (Jonah) and Lout (Lot), and each one of them We preferred above the *'Alamîn* (mankind and jinns) (of their times). And also some of their fathers and their progeny and their brethren, We chose them, and We guided them to a Straight Path. This is the Guidance of Allâh with which He guides whomsoever He will of His slaves. But if they had joined in worship others with Allâh, all that they used to do would have been of no benefit to them.

[An'am (6) : 83-88]

وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

- স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে বৎস! আল্লাহর কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শিরক চরম যুলুম।' [লুকমান (৩১) : ১৩]

- And (remember) when Luqmân said to his son when he was advising him: "O my son! Join not in worship others with Allâh. Verily! Joining others in worship with Allâh is a great *Zûlm* (wrong) indeed.

[Luqman (31) : 13]

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

- যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত। [আন'আম (৬) : ৮২]

- It is those who believe (in the Oneness of Allâh and worship none but Him Alone) and confuse not their belief with *Zulm* (wrong i.e. by worshipping others besides Allâh), for them (only) there is security and they are the guided. **[An'am (6) : 82]**

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

- তাহাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁহার শরীক করে। [ইউসুফ (১২) : ১০৬]

- And most of them believe not in Allâh except that they attribute partners unto Him [i.e. they are *Mushrikûn* - polytheists - see Verse 6: 121]. **[Yusuf (12) : 106]**

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

- যাহাতে আল্লাহর নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছুই তোমরা আহার করিও না; উহা অবশ্যই পাপ। নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাহাদের বন্ধুদিগকে তোমাদের সহিত বিবাদ করিতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাহাদের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হইবে। [আনআম (৬) : ১২১]

- Eat not (O believers) of that (meat) on which Allâh's Name has not been pronounced (at the time of the slaughtering of the animal), for sure it is *Fisq* (a sin and disobedience of Allâh). And certainly, the *Shayâtin* (devils) do inspire their friends (from mankind) to dispute with you, and if you obey them [by making *Al-Maytatah* (a dead animal) legal by eating it], then you would indeed be *Mushrikûn* (polytheists) [because they (devils and their friends) made lawful to you to eat that which Allâh has made unlawful to eat and you obeyed them by considering it lawful to eat, and by doing so you worshipped them, and to worship others besides Allâh is polytheism]. **[An'am (6) : 121]**

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

- জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে, 'আমরাতো তাহাদের পূঁজা এই জন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহর সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে।' উহারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিতেছে আল্লাহ্ তাহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। **[যুমার (৩৯) : ৩]**

- Surely, the religion (i.e. the worship and the obedience) is for Allâh only. And those who take *Auliyâ'* (protectors and helpers) besides Him (say): "We worship them only that they may bring us near to Allâh." Verily, Allâh will judge between them concerning that wherein they differ. Truly, Allâh guides not him who is a liar, and a disbeliever. **[Zumar(39) : 3]**

মহান কৃতকার্যতা/মহাসাফল্য

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ
أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

- আল্লাহ মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জান্নাতের যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহাসাফল্য। [তাওবা (৯) : ৭২]

- Allâh has promised to the believers -men and women, - Gardens under which rivers flow to dwell therein forever, and beautiful mansions in Gardens of *'Adn* (Eden Paradise). But the greatest bliss is the Good Pleasure of Allâh. That is the supreme success. **[Taubah (9) : 72]**

قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن
تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

- আল্লাহ্ বলিবেন , 'এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাহাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হইবে, তাহাদের জন্য আছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, ইহা মহাসফলতা। [মায়িদা (৫) : ১১৯]

- Allâh will say: "This is a Day on which the truthful will profit from their truth: theirs are Gardens under which rivers flow (in Paradise) - they shall abide therein forever. Allâh is pleased with them and they with Him. That is the great success (Paradise). **[Ma'idah (5) : 119]**

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم
بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ
ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

- সেদিন তুমি দেখিবে মু'মিন নর-নারীগণকে তাহাদের সম্মুখভাবে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাহাদের জ্যোতি ছুটিতে থাকিবে। বলা হইবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে, ইহা মহাসাফল্য।' [হাদীদ (৫৭) : ১২]

- On the Day you shall see the believing men and the believing women their light running forward before them and by their right hands. Glad tidings for you this Day! Gardens under which rivers flow (Paradise), to dwell therein forever! Truly, this is the great success! **[Hadid (57) : 12]**

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
ٱلْأَنْهَـٰرُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿١١﴾

- **যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য।**

[বুরুজ (৮৫) : ১১]

- Verily, those who believe and do righteous good deeds, for them will be Gardens under which rivers flow (Paradise). That is the great success. **[Buruj (85) : 11]**

আল্লাহর সাক্ষ্য তিনি ব্যতিত উপাস্য নাই

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ﴿١٩﴾

- **সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। [মুহাম্মদ (৪৭) : ১৯]**

- So know (O Muhammad SAW) that *Lâ ilâha ill-Allâh* (none has the right to be worshipped but Allâh), and ask forgiveness for your sin, and also for (the sin of) believing men and believing women. And Allâh knows well your moving about, and your place of rest (in your homes). **[Muhammad (47) : 19]**

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ
إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

- **আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানিগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [ইমরান (৩) : ১৮]**

- Allâh bears witness that *Lâ ilâha illa Huwa* (none has the right to be worshipped but He), and the angels, and those having knowledge (also give this witness); (He is always) maintaining His creation in Justice. *Lâ ilâh illa Huwa* (none has the right to be worshipped but He), the All-Mighty, the All-Wise. **[Imran (3) : 18]**

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

- **আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন ঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দুইজনের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই উহা জানে না।**

[যুমার (৩৯) : ২৯]

- Allâh puts forth a similitude: a (slave) man belonging to many partners (like those who worship others along with Allâh) disputing with one another, and a (slave) man belonging entirely to one master, (like those who

worship Allâh Alone). Are those two equal in comparison? All the praises and thanks be to Allâh! But most of them know not. **[Zumar (39) : 29]**

قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْا۟ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا

- **বল, 'যদি তাঁহার সহিত আরও ইলাহ্ থাকিত যেমন উহারা বলে, তবে তাহারা 'আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপায় অন্বেষণ করিত। [বনী ইসরাঈল (ইসরা) (১৭) : ৪২]**

- Say (O Muhammad SAW to these polytheists, pagans, etc.): "If there had been other *âliha* (gods) along with Him as they assert, then they would certainly have sought out a way to the Lord of the Throne (seeking His Pleasures and to be near to Him). **[Isra (17) : 42]**

আরবাব

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟
فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

- **তুমি বল, 'হে কিতাবীগণ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও 'ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করে।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।' [আলে ইমরান (৩) : ৬৪]**

- Say (O Muhammad SAW): "O people of the Scripture (Jews and Christians): Come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allâh, and that we associate no partners with Him, and that none of us shall take others as lords besides Allâh[1]. Then, if they turn away, say: "Bear witness that we are Muslims." **[Imran (3) : 64]**

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم
بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

- **ফিরিশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করিতে সে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতে পারে না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর সে কি তোমাদিগকে কুফরীর নির্দেশ দিবে? [আলে ইমরান (৩) : ৮০]**

- Nor would he order you to take angels and Prophets for lords (gods). Would he order you to disbelieve after you have submitted to Allâh's Will? **[Imran (3) : 80]**

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ
وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ

- **তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগিগণকে তাহাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মারইয়াম-তনয় মসীহকেও। কিন্তু উহারা এক ইলাহের 'ইবাদত করিবার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র! [তওবা (৯) : ৩১]**

- They (Jews and Christians) took their rabbis and their monks to be their lords besides Allâh (by obeying them in things which they made lawful or unlawful according to their own desires without being ordered by Allâh), and (they also took as their Lord) Messiah, son of Maryam (Mary), while they (Jews and Christians) were commanded [in the Taurât (Torah) and the Injeel (Gospel)) to worship none but One *Ilâh* (God - Allâh) *Lâ ilâha illa Huwa* (none has the right to be worshipped but He). Praise and glory be to Him, (far above is He) from having the partners they associate (with Him)." **[Taubah (9) : 31]**

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

- **'তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা কেবল কতকগুলি নামের 'ইবাদত করিতেছ, যেই নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ; এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়াছেন অন্য কাহারাও 'ইবাদত না করিতে, কেবল তাঁহার ব্যতীত; ইহাই শাশ্বত দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে। [ইউসুফ (১২) : ৪০]**

- "You do not worship besides Him but only names which you have named (forged), you and your fathers, for which Allâh has sent down no authority. The command (or the judgement) is for none but Allâh. He has commanded that you worship none but Him (i.e. His Monotheism), that is the (true) straight religion, but most men know not. **[Yusuf (12) : 40]**

قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَـٰصِلِينَ ﴿٥٧﴾

- **বল, 'অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা আমার নিকট নাই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।' [আন'আম (৬) : ৫৭]**

- Say (O Muhammad SAW): "I am on clear proof from my Lord (Islâmic Monotheism), but you deny (the truth that has come to me from Allâh). I have not gotten what you are asking for impatiently (the torment). The decision is only for Allâh, He declares the truth, and He is the Best of judges." **[An'am (6) : 57]**

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

- **তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই; বিধান তাঁহারই; তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। [কাসাস (২৮) : ৭০]**

- And He is Allâh; *Lâ ilâha illa Huwa* (none has the right to be worshipped but He). His is all praise, in the first (i.e. in this world) and in the last (i.e.in the Hereafter). And for Him is the Decision, and to Him shall you (all) be returned. **[Qasas (28) : 70]**

وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

- **তুমি আল্লাহর সহিত অন্য ইলাহকে ডাকিও না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে। [কাসাস (২৮) : ৮৮]**

- And invoke not any other *ilâh* (god) along with Allâh, *Lâ ilâha illa Huwa* (none has the right to be worshipped but He). Everything will perish save His Face. His is the Decision, and to Him you (all) shall be returned. **[Qasas (28) : 88]**

قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ
مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

- **তুমি বল, 'তাহারা কত কাল ছিল তাহা আল্লাহই ভাল জানেন', আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ব্যতীত উহাদের অন্য কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাহাকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না। [কাহফ (১৮) : ২৬]**

- Say: "Allâh knows best how long they stayed. With Him is (the knowledge of) the unseen of the heavens and the earth. How clearly He sees, and hears (everything)! They have no *Walî* (Helper, Disposer of affairs, Protector, etc.) other than Him, and He makes none to share in His Decision and His Rule." **[Kahf (18) : 26]**

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ
مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ
إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾
وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن
يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن
يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾

- **আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীআত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহ দিয়াছেন তদ্দারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে, যে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।**

  কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাহাতে আল্লাহ যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকই তো সত্যত্যাগী। [মায়িদা (৫) : ৪৮, ৪৯]

- And We have sent down to you (O Muhammad SAW) the Book (this Qur'ân) in truth, confirming the Scripture that came before it and *Mohayminan* (trustworthy in highness and a witness) over it (old Scriptures). So judge between them by what Allâh has revealed, and follow not their vain desires, diverging away from the truth that

has come to you. To each among you, We have prescribed a law and a clear way. If Allâh willed, He would have made you one nation, but that (He) may test you in what He has given you; so strive as in a race in good deeds. The return of you (all) is to Allâh; then He will inform you about that in which you used to differ. And so judge (you O Muhammad SAW) between them by what Allâh has revealed and follow not their vain desires, but beware of them lest they turn you (O Muhammad SAW) far away from some of that which Allâh has sent down to you. And if they turn away, then know that Allâh's Will is to punish them for some sins of theirs. And truly, most of men are *Fâsiqûn* (rebellious and disobedient to Allâh). **[Ma'idah (5) : 48, 49]**

إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ
لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ
وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي
ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤

▪ নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো; নবীগণ, যাহারা আল্লাহর অনুগত ছিল তাহারা ইয়াহূদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাহাদিগকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফির। ।[মায়িদা (৫) : ৪৪]

▪ Verily, We did send down the Taurât (Torah) [to Mûsa (Moses)], therein was guidance and light, by which the Prophets, who submitted themselves to Allâh's Will, judged the Jews. And the rabbis and the priests [too judged the Jews by the Taurât (Torah) after those Prophets] for to them was entrusted the protection of Allâh's Book, and they were witnesses thereto. Therefore fear not men but fear Me (O Jews) and sell not My Verses for a miserable price. And whosoever does not judge by what Allâh has revealed, such are the *Kâfirûn* (i.e. disbelievers). **[Ma'idah (5) : 44]**

وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ
بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ
بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥

▪ আমি তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম। ।[মায়িদা (৫) : ৪৫]

▪ And We ordained therein for them: "Life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal." But if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation. And whosoever does not judge by that which Allâh has revealed, such are the *Zâlimûn* (polytheists and wrongdoers). **[Ma'idah (5) : 45]**

وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ
أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤٧

▪ ইনজীল অনুসারিগণ যেন আল্লাহ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই ফাসিক। [মায়িদা (৫) : ৪৭]

- Let the people of the Injeel (Gospel) judge by what Allâh has revealed therein. And whosoever does not judge by what Allâh has revealed (then) such (people) are the *Fâsiqûn* (the rebellious i.e. disobedient to Allâh). **[Ma'idah (5) : 47]**

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿

- **তবে কি তাহারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? [মায়েদা (৫) : ৫০]**

- Do they then seek the judgement of (the Days of) Ignorance? And who is better in judgement than Allâh for a people who have firm Faith. **[Ma'idah (5) : 50]**

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا
كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

- **ইহাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যাহারা ইহাদের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের, যাহার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই? ফয়সালর ঘোষণা না থাকিলে ইহাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হইয়াই যাইত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।**

[শুরা (৪২) : ২১]

- Or have they partners with Allâh (false gods), who have instituted for them a religion which Allâh has not allowed. And had it not been for a decisive Word (gone forth already), the matter would have been judged between them. And verily, for the *Zâlimûn* (polytheists and wrong-doers), there is a painful torment.

[Shura (42) : 21]

وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

- **তিনিই ইলাহ্ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। [যুখরুফ (৪৩) : ৮৪]**

- It is He (Allâh) Who is the only *Ilâh* (God to be worshipped) in the heaven and the only *Ilâh* (God to be worshipped) on the earth. And He is the All-Wise, the All-Knower. **[Zukhruf (43) : 84]**

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿

- **তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফয়সালা করেন এবং আল্লাহই সর্বোত্তম বিধানকর্তা। [ইউনুস (১০) : ১০৯]**

- And (O Muhammad SAW), follow the inspiration sent unto you, and be patient till Allâh gives judgement. And He is the Best of judges. **[Yunus (10) : 109]**

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ
لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤١﴾

- **উহারা কি দেখে না যে, আমি উহাদের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি? আল্লাহ আদেশ করেন তাঁহার আদেশ রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। [রাদ (১৩) : ৪১]**

- See they not that We gradually reduce the land (of disbelievers, by giving it to the believers, in war victories) from its outlying borders. And Allâh judges, there is none to put back His Judgement and He is Swift at reckoning. **[Ra'd (13) : 41]**

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

- এবং আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি আর তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। [কাফ (৫০) : ১৬]

- And indeed We have created man, and We know what his ownself whispers to him. And We are nearer to him than his jugular vein (by Our Knowledge). **[Qaf (50) : 16]**

ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾

- উহারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে, ছোটখাট অপরাধ করিলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত - যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা আত্ম-প্রশংসা করিও না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে। [নাজম (৫৩) : ৩২]

- Those who avoid great sins (see the Qur'ân, Verses: 6:152,153) and *Al-Fawâhish* (illegal sexual intercourse, etc.) except the small faults, verily, your Lord is of vast forgiveness. He knows you well when He created you from the earth (Adam), and when you were fetuses in your mothers' wombs. So ascribe not purity to yourselves. He knows best him who fears Allâh and keep his duty to Him [i.e. those who are *Al-Muttaqûn*]. **[Najm (53) : 32]**

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

- তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যাহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। মহিমময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ। [আরাফ (৭) : ৫৪]

- Indeed your Lord is Allâh, Who created the heavens and the earth in Six Days, and then He *Istawâ* (rose over) the Throne (really in a manner that suits His Majesty). He brings the night as a cover over the day, seeking it rapidly, and (He created) the sun, the moon, the stars subjected to His Command. Surely, His is the Creation and Commandment. Blessed be Allâh, the Lord of the *'Alamîn* (mankind, jinns and all that exists)!

[Araf (7) : 54]

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾

- ফির'আওন বলিল, 'হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক?'- মূসা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার আকৃতি দান করিয়াছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করিয়াছেন। [তা-হা (২০) : ৪৯-৫০]

- Fir'aun (Pharaoh) said: "Who then, O Mûsa (Moses), is the Lord of you two?" [Mûsa (Moses)] said: "Our Lord is He Who gave to each thing its form and nature, then guided it aright." **[Ta-Ha (20) : 49-50]**

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

- **তাহারা কি চাহে আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন? - যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে। [আলে-ইমরান (৩) : ৮৩]**

- Do they seek other than the religion of Allâh (the true Islâmic Monotheism worshipping none but Allâh Alone), while to Him submitted all creatures in the heavens and the earth, willingly or unwillingly. And to Him shall they all be returned. **[Imran (3) : 83]**

কিছু বিধান

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

- **পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর; ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে আদর্শ দণ্ড, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [মায়িদা (৫) : ৩৮]**

- Cut off (from the wrist joint) the (right) hand of the thief, male or female, as a recompense for that which they committed, a punishment by way of example from Allâh. And Allâh is AllPowerful, AllWise. **[Ma'idah(5):38]**

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

- **ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - উহাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করিবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে উহাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন উহাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। [নূর (২৪) : ২]**

- The woman and the man guilty of illegal sexual intercourse, flog each of them with a hundred stripes. Let not pity withhold you in their case, in a punishment prescribed by Allâh, if you believe in Allâh and the Last Day. And let a party of the believers witness their punishment. (This punishment is for unmarried persons guilty of the above crime but if married persons commit it, the punishment is to stone them to death, according to Allâh's Law). **[Nur (24) : 2]**

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ
ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿

- **যাহারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহাদিগকে আশিটি কশাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না; ইহারাই তো সত্যত্যাগী। [নূর (২৪) : ৪]**

- And those who accuse chaste women, and produce not four witnesses, flog them with eighty stripes, and reject their testimony forever, they indeed are the *Fâsiqûn* (liars, rebellious, disobedient to Allâh). **[Nur (24) : 4]**

আলিহা

وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾

أَجَعَلَ ٱلْـَٔالِهَةَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾

- **ইহারা বিস্ময় বোধ করিতেছে যে, ইহাদের নিকট ইহাদেরই মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আসিল এবং কাফিররা বলে, 'এ তো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী।' - 'সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? ইহা তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!'**

[সাদ (৩৮) : ৪-৫]

- And they (Arab pagans) wonder that a warner (Prophet Muhammad SAW) has come to them from among themselves! And the disbelievers say: "This (Prophet Muhammad SAW) is a sorcerer, a liar."Has he made the *âliha* (gods) (all) into One *Ilâh* (God - Allâh). Verily, this is a curious thing!" **[Sad (38) : 4-5]**

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَـٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَـٰعَتُهُمْ

شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾

- **'আমি কি তাঁহার পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করিব? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাহিলে উহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা আমাকে উদ্ধার করিতেও পারিবে না। [ইয়াসীন (৩৬) : ২৩]**

- "Shall I take besides Him *âliha* (gods), if the Most Beneficent (Allâh) intends me any harm, their intercession will be of no use for me whatsoever, nor can they save me? **[Ya-Sin (36) : 23]**

لَّا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾

- **আল্লাহর সহিত অপর কোন ইলাহ সাব্যস্ত করিও না; করিলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পড়িবে। [বনী ইসরাঈল (১৭) : ২২]**

- Set not up with Allâh any other *ilâh* (god), (O man)! (This verse is addressed to Prophet Muhammad SAW , but its implication is general to all mankind), or you will sit down reproved, forsaken (in the Hell-fire). **[Isra (17) : 22]**

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ

إِلَّا كَٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

- **তুমি কি দেখ না তাহাকে, যে তাহার কামনা-বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তাহার কর্মবিধায়ক হইবে? - তুমি কি মনে কর যে, উহাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? উহারা তো পশুর মতই; বরং উহারা অধিক পথভ্রষ্ট! [ফুরকান(২৫):৪৩-৪৪]**

- Have you (O Muhammad SAW) seen him who has taken as his *ilâh* (god) his own desire? Would you then be a *Wakîl* (a disposer of his affairs or a watcher) over him? Or do you think that most of them hear or understand? They are only like cattle; nay, they are even farther astray from the Path. (i.e. even worst than cattle).

[Furqan (25) 43-44]

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ
عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ
غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

- **তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? আল্লাহ জানিয়া শুনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পরে কে তাহাকে পথনির্দেশ করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না? [জাছিয়াঃ (৪৫) : ২৩]**

- Have you seen him who takes his own lust (vain desires) as his ilah (god), and Allah knowing (him as such), left him astray, and sealed his hearing and his heart, and put a cover on his sight. Who then will guide him after Allah? Will you not then remember? **[Zathiya (45) : 23]**

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ
ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

- **এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি বিধানরূপে আরবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না। [রাদ (১৩) : ৩৭]**

- And thus have We sent it (the Qur'ân) down to be a judgement of authority in Arabic. Were you (O Muhammad SAW) to follow their (vain) desires after the knowledge which has come to you, then you will not have any *Walî* (protector) or defender against Allâh. **[Ra'd (13) : 37]**

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ﴿

- **যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তাহার ন্যায় যাহার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে? [মুহাম্মদ (৪৭) : ১৪]**

- Is he who is on a clear proof from his Lord, like those for whom their evil deeds that they do are beautified for them, while they follow their own lusts (evil desires)? **[Muhammad (47) : 14]**

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ
ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿

- **তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখিবে উহাদেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহবান করে উহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না। তুমি তাহার আনুগত্য করিও না - যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। [কাহফ (১৮) : ২৮]**

- And keep yourself (O Muhammad SAW) patiently with those who call on their Lord (i.e. your companions who remember their Lord with glorification, praising in prayers, etc., and other righteous deeds, etc.) morning and afternoon, seeking His Face, and let not your eyes overlook them, desiring the pomp and glitter of the life of the world; and obey not him whose heart We have made heedless of Our Remembrance, one who follows his own lusts and whose affair (deeds) has been lost. **[Kahf (18) : 28]**

আনদাদ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ
لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟
مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿

- **তথাপি মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসে; কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তাহারা সুদৃঢ়। যালিমেরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেমন বুঝিবে, হায়! এখন যদি তাহারা তেমন বুঝিত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীদেও দায়িত্ব অস্বীকার করিবে এবং তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে, আর যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরাও তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম যেমন তাহারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিল।' এইভাবে আল্লাহ তাহদের কার্যাবলী তাহাদের পরিতাপরূপে তাহাদিগকে দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না। [বাকারা (২) : ১৬৫-১৬৭]**

- And of mankind are some who take (for worship) others besides Allâh as rivals (to Allâh). They love them as they love Allâh. But those who believe, love Allâh more (than anything else). If only, those who do wrong could see, when they will see the torment, that all power belongs to Allâh and that Allâh is Severe in punishment.

- When those who were followed, disown (declare themselves innocent of) those who followed (them), and they see the torment, then all their relations will be cut off from them. And those who followed will say: "If only we had one more chance to return (to the worldly life), we would disown (declare ourselves as innocent from) them as they have disowned (declared themselves as innocent from) us." Thus Allâh will show them their deeds as regrets for them. And they will never get out of the Fire . **[Baqarah (2) : 165-167]**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟
ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ
أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ
ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

- হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তাহারাই যালিম।

  বল, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। [তাওবা (৯) : ২৩-২৪]

- O you who believe! Take not for *Auliyâ'* (supporters and helpers) your fathers and your brothers if they prefer disbelief to Belief. And whoever of you does so, then he is one of the *Zâlimûn* (wrong-doers, etc.). Say: If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your kindred, the wealth that you have gained, the commerce in which you fear a decline, and the dwellings in which you delight … are dearer to you than Allâh and His Messenger, and striving hard and fighting in His Cause, then wait until Allâh brings about His Decision (torment). And Allâh guides not the people who are *Al-Fâsiqûn* (the rebellious, disobedient to Allâh).

[Taubah (9) : 23-24]

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ
فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن
تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ
حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

- তুমি পাইবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারিগণকে - হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ দ্বারা। তিনি ইহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে; আল্লাহ ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইহারাই আল্লাহর দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হইবে। [মুজাদালা (৫৮) : ২২]

- You (O Muhammad SAW) will not find any people who believe in Allâh and the Last Day, making friendship with those who oppose Allâh and His Messenger (Muhammad SAW), even though they were their fathers, or their sons, or their brothers, or their kindred (people). For such He has written Faith in their hearts, and strengthened them with *Rûh* (proofs, light and true guidance) from Himself. And We will admit them to Gardens (Paradise) under which rivers flow, to dwell therein (forever). Allâh is pleased with them, and they with Him. They are the Party of Allâh. Verily, it is the Party of Allâh that will be the successful. **[Mujadilah (58) : 22]**

তাগুত

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ ﴿١١﴾

- যখন জলোচ্ছাস হইয়াছিল তখন আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে। [হাক্কা (৬৯) : ১১]

- Verily! When the water rose beyond its limits [Nûh's (Noah) Flood], We carried you (mankind) in the floating [ship that was constructed by Nûh (Noah)]. **[Haqqah (69) : 11]**

ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾

- **'ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন (তাগা) করিয়াছে? [নাযিআত (৭৯) : ১৭]**

- Go to Fir'aun (Pharaoh), verily, he has transgressed all bounds (in crimes, sins, polytheism, disbelief, etc.). **[Naziat (79) : 17]**

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

- **আল্লাহর 'ইবাদত করিবার ও তাগূতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে? [নাহল (১৬) ৩৬]**

- And verily, We have sent among every *Ummah* (community, nation) a Messenger (proclaiming): "Worship Allâh (Alone), and avoid (or keep away from) *Tâghût* (all false deities, etc. i.e. do not worship *Tâghût* besides Allâh)." Then of them were some whom Allâh guided and of them were some upon whom the straying was justified. So travel through the land and see what was the end of those who denied (the truth). **[Nahl (16) 36]**

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

- **দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যে তাগূতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহে ঈমান আনিবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। [বাকারা (২) ২৫৬]**

- There is no compulsion in religion. Verily, the Right Path has become distinct from the wrong path. Whoever disbelieves in *Tâghût* and believes in Allâh, then he has grasped the most trustworthy handhold that will never break. And Allâh is All-Hearer, All-Knower. **[Baqarah (2) 256]**

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

- **যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যান। আর যাহারা কুফরী করে তাগূত তাহাদের অভিভাবক, ইহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। উহারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। [বাকারা (২) : ২৫৭]**

- Allâh is the *Walî* (Protector or Guardian) of those who believe. He brings them out from darkness into light. But as for those who disbelieve, their *Auliyâ* (supporters and helpers) are *Tâghût* [false deities and false leaders, etc.], they bring them out from light into darkness. Those are the dwellers of the Fire, and they will abide therein forever. **[Baqarah (2) : 257]**

وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ
ٱلۡبُشۡرَىٰۚ فَبَشِّرۡ عِبَادِ ﴿١٧﴾
ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ
ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴿١٨﴾

- **যাহারা তাগূতের পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়, তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদিগকে- যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। উহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তি সম্পন্ন। [যুমার (৩৯) : ১৭-১৮]**

- Those who avoid *At-Tâghût* (false deities) by not worshipping them and turn to Allâh in repentance, for them are glad tidings; so announce the good news to My slaves, Those who listen to the Word [good advice *Lâ ilâha ill-Allâh (none has the right to be worshipped but Allâh) and Islâmic Monotheism, etc.] and follow the best thereof (i.e. worship Allâh Alone, repent to Him and avoid Tâghût,* etc.) those are (the ones) whom Allâh has guided and those are men of understanding (like Zaid bin 'Amr bin Nufail, Salmân Al-Fârisi and Abû Dhar Al-Ghifârî). [*Tafsir Al-Qurtubi,* Vol. 12, P. 244] **[Zumar (39) : 17-18]**

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ
وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَٰٓؤُلَآءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿٥١﴾

- **তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা জিব্‌ত ও তাগূতে বিশ্বাস করে? তাহারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, 'ইহাদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।' [নিসা (৪) : ৫১]**

- Have you not seen those who were given a portion of the Scripture? They believe in *Jibt* and *Tâghût* and say to the disbelievers that they are better guided as regards the way than the believers (Muslims). **[Nisa (4) : 51]**

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ
وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ
أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ﴿٦٠﴾

- **তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে, অথচ তাহারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হইতে চায়, যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চায়? [নিসা (৪) : ৬০]**

- Have you seen those (hyprocrites) who claim that they believe in that which has been sent down to you, and that which was sent down before you, and they wish to go for judgement (in their disputes) to the *Tâghût* (false judges, etc.) while they have been ordered to reject them. But *Shaitân* (Satan) wishes to lead them far astray. **[Nisa (4) : 60]**

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ
ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

وَإِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿

- উহারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করিলাম’, কিন্তু ইহার পর উহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়; বস্তুত উহারা মু’মিন নহে। - এবং যখন উহাদিগকে আহবান করা হয় আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে উহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য তখন উহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়। [নূর (২৪) : ৪৭, ৪৮]

- They (hypocrites) say: "We have believed in Allâh and in the Messenger (Muhammad SAW), and we obey," then a party of them turn away thereafter, such are not believers. And when they are called to Allâh (i.e. His Words, the Qur'ân) and His Messenger (SAW), to judge between them, lo! a party of them refuse (to come) and turn away. **[Nur (24) : 47, 48]**

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

- কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তাহারা মু’মিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে উহা মানিয়া না লয়। [নিসা (৪) : ৬৫]

- But no, by your Lord, they can have no Faith, until they make you (O Muhammad SAW) judge in all disputes between them, and find in themselves no resistance against your decisions, and accept (them) with full submission. **[Nisa (4) : 65]**

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ
فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

- যাহারা মু’মিন তাহারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যাহারা কাফির তাহারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল। [নিসা (৪) : ৭৬]

- Those who believe, fight in the Cause of Allâh, and those who disbelieve, fight in the cause of *Tâghût* (Satan, etc.). So fight you against the friends of *Shaitân* (Satan); Ever feeble indeed is the plot of *Shaitân* (Satan). **[Nisa (4) : 76]**

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ
ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

- বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিব যাহা আল্লাহর নিকট আছে? যাহাকে আল্লাহ লা'নত করিয়াছেন, যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাহাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগূতের 'ইবাদত করে, মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত।' [মায়িদা (৫) : ৬০]

- Say (O Muhammad SAW to the people of the Scripture): "Shall I inform you of something worse than that, regarding the recompense from Allâh: those (Jews) who incurred the Curse of Allâh and His Wrath, those of whom (some) He transformed into monkeys and swines, those who worshipped *Tâghût*; such are worse in rank (on the Day of Resurrection in the Hellfire), and far more astray from the Right Path (in the life of this world)." **[Ma'idah (5) : 60]**

শয়তান

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

- হে বনী আদম! আমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করিও না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? [ইয়াসীন (৩৬) : ৬০]

- Did I not ordain for you, O Children of Adam, that you should not worship *Shaitân* (Satan). Verily, he is a plain enemy to you. **[Ya-Sin (36) : 60]**

অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর

قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ
مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

- তুমি বল, 'তাহারা কত কাল ছিল তাহা আল্লাহই ভাল জানেন', আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ব্যতীত উহাদের অন্য কোন অভিভাবক নাই; তিনি কাহাকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।

[কাহফ (১৮) : ২৬]

- Say: "Allâh knows best how long they stayed. With Him is (the knowledge of) the unseen of the heavens and the earth. How clearly He sees, and hears (everything)! They have no *Walî* (Helper, Disposer of affairs, Protector, etc.) other than Him, and He makes none to share in His Decision and His Rule." **[Kahf (18) : 26]**

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

- বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহারা কখন উত্থিত হইবে।' [নামল (২৭) : ৬৫]

- Say: "None in the heavens and the earth knows the *Ghaib* (unseen) except Allâh, nor can they perceive when they shall be resurrected." **[Naml (27) : 65]**

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

- তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। [জ্বিন (৭২) : ২৬]

- "(He Alone) the All-Knower of the *Ghâ'ib* (unseen), and He reveals to none His *Ghâ'ib* (unseen)."

[Jinn (72) : 26]

۞وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

- অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত, তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই। [আনআম (৬) : ৫৯]

- And with Him are the keys of the *Ghaib* (all that is hidden), none knows them but He. And He knows whatever there is in (or on) the earth and in the sea; not a leaf falls, but he knows it. There is not a grain in the darkness of the earth nor anything fresh or dry, but is written in a Clear Record. **[An'am (6) : 59]**

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

- বল, 'আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদাতা বৈ আর কিছুই নই।' [আরাফ (৭) : ১৮৮]

- Say (O Muhammad SAW): "I possess no power of benefit or hurt to myself except as Allâh wills. If I had the knowledge of the *Ghaib* (unseen), I should have secured for myself an abundance of wealth, and no evil should have touched me. I am but a warner, and a bringer of glad tidings unto people who believe." **[Araf (7) : 188]**

গণতন্ত্র DEMOCRACY

Government for the people, by the people, of the people.

ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

- যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে। [ফুরকান (২৫) : ২]

- He to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth, and Who has begotten no son (children or offspring) and for Whom there is no partner in the dominion. He has created everything, and has measured it exactly according to its due measurements. **[Furqan (25) : 2]**

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

- আসমান ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

[মায়েদা (৫) : ১২০]

- To Allâh belongs the dominion of the heavens and the earth and all that is therein, and He is Able to do all things. **[Ma'idah (5) : 120]**

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

- **আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন। [নূর (২৪) : ৪২]**
- And to Allâh belongs the sovereignty of the heavens and the earth, and to Allâh is the return (of all).

[Nur (24) : 42]

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ
ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

- **বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁহার বার্তাবহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাহার অনুসরণ কর, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।' [আরাফ (৭) : ১৫৮]**
- Say (O Muhammad SAW): "O mankind! Verily, I am sent to you all as the Messenger of Allâh - to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth. *Lâ ilâha illa Huwa* (none has the right to be worshipped but He); It is He Who gives life and causes death. So believe in Allâh and His Messenger (Muhammad SAW), the Prophet who can neither read nor write (i.e. Muhammad SAW) who believes in Allâh and His Words [(this Qur'ân), the Taurât (Torah) and the Injeel (Gospel) and also Allâh's Word: "Be!" - and he was, i.e. 'Iesa (Jesus) son of Maryam (Mary), >Ç>], and follow him so that you may be guided." **[Araf (7) : 158]**

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَكَانَ
ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾

- **আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহরই, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [ফাতহ (৪৮) : ১৪]**
- And to Allâh belongs the sovereignty of the heavens and the earth, He forgives whom He wills, and punishes whom He wills. And Allâh is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful. **[Fath (48) : 14]**

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا
ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

- **যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু অনুমান ভিত্তিক কথা বলে। [আনআম (৬) : ১১৬]**
- And if you obey most of those on earth, they will mislead you far away from Allâh's Path. They follow nothing but conjectures, and they do nothing but lie. **[An'am (6) : 116]**

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

- তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [রূম (৩০) : ৩০]

- So set you (O Muhammad SAW) your face towards the religion of pure Islâmic Monotheism *Hanifa* (worship none but Allâh Alone) Allâh's *Fitrah* (i.e. Allâh's Islâmic Monotheism), with which He has created mankind. No change let there be in *Khalqillâh* (i.e. the Religion of Allâh Islâmic Monotheism), that is the straight religion, but most of men know not. [*Tafsir AtTabarî,* Vol 21, Page 41] **[Rum (30) : 30]**

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم
بِأَفْوَٰهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨﴾

- কেমন করিয়া থাকিবে? তাহারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তাহারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তাহারা মুখে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাহাদের হৃদয় উহা অস্বীকার করে; তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। [তওবা (৯) : ৮]

- How (can there be such a covenant with them) that when you are overpowered by them, they regard not the ties, either of kinship or of covenant with you? With (good words from) their mouths they please you, but their hearts are averse to you, and most of them are *Fâsiqûn* (rebellious, disobedient to Allâh). **[Taubah (9) : 8]**

الٓمٓر ۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ۗ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

- আলিফ্-লাম-মীম-রা, এইগুলি কুরআনের আয়াত, যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহাতে ঈমান আনে না। [রাদ (১৩) : ১]

- *Alif-Lâm-Mîm-Râ.* These are the Verses of the Book (the Qur'ân), and that which has been revealed unto you (Muhammad SAW) from your Lord is the truth, but most men believe not. **[Ra'd (13) : 1]**

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

- তাহাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁহার শরীক করে। [ইউসুফ (১২) : ১০৬]

- And most of them believe not in Allâh except that they attribute partners unto Him [i.e. they are *Mushrikûn* - polytheists - see Verse 6: 121]. **[Yusuf (12) : 106]**

أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ
وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

- উহারা কি তাঁহাকে ব্যতীত বহু ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহাই, আমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদের জন্য উপদেশ এবং ইহাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য।' কিন্তু উহাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। [আম্বিয়া (২১) : ২৪]

- Or have they taken for worship (other) *âliha* (gods) besides Him? Say: "Bring your proof:" This (the Qur'ân) is the Reminder for those with me and the Reminder for those before me. But most of them know not the Truth, so they are averse. **[Anbiya (21) : 24]**

لَقَدْ جِئْنَـٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ ﴿٧٨﴾

- **আল্লাহ বলিবেন, 'আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌছাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ।'**

[যুখরুফ (৪৩) : ৭৮]

- Indeed We have brought the truth (Muhammad SAW with the Qur'ân), to you, but most of you have a hatred for the truth. **[Zukhruf (43) : 78]**

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

- **নিশ্চয় ইহাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে। [শুআরা (২৬) : ৮]**

- Verily, in this is an *Ayâh* (proof or sign), yet most of them (polytheists, pagans, etc., who do not believe in Resurrection) are not believers. **[Shuara (26) : 8]**

ইসলাম ও গণতন্ত্রের পার্থক্য ঃ

গণতন্ত্র	ইসলাম
- মূল ভিত্তি জনমত	- আল্লাহর অভিপ্রায়
- গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম গণতন্ত্র	- আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতি আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম
- সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ	- সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ
- সার্বভৌমত্বে মালিক জনগন	- সার্বভৌমত্বেও মালিক আল্লাহ
- গরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদন্ড	- প্রত্যাদিষ্ট বিধান সকল বৈধতার মাণদন্ড
- মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত	- আল্লাহর আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত
- জীবনের সর্বস্তরে জণগনের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক	- জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক
- সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত	- প্রত্যাদিষ্ট বিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত

বাংলাদেশের সংবিধান

Supremacy of the Constitution

বাংলাদেশের সংবিধানের মূল দ্বারা নং ৭(১) ও ৭(২)

৭(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

7(1) All powers in the Republic belong to the people, and their exercise on behalf of the people shall be effected only under, and by the authority of, this Constitution.

৭(২) জনগণের অভিপ্রায়ে পরম অভিব্যক্তিকরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য পূর্ন হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি আসামঞ্জস্যপূর্ন ততখানি বাতিল হইবে।

7(2) This Constitution is, as the solemn expression of the will of the people, the supreme law of the Republic, and if any other law is inconsistent with this Constitution and other law shall, to the extent of the inconsistency, be void.

কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ পাওয়ার পরও যদি উহা পরিত্যাগ করে

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَـٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَـٰنُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

- **যাহারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে, শয়তান উহাদের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়। [মুহাম্মদ (৪৭) : ২৫]**

- Verily, those who have turned back (have apostated) as disbelievers after the guidance has been manifested to them, *Shaitân* (Satan) has beautified for them (their false hopes), and (Allâh) prolonged their term (age). **[Muhammad (47) : 25]**

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ
جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

- **কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরিয়া যায় সেদিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করিব, আর উহা কত মন্দ আবাস! [নিসা (৪) : ১১৫]**

- And whoever contradicts and opposes the Messenger (Muhammad SAW) after the right path has been shown clearly to him, and follows other than the believers' way. We shall keep him in the path he has chosen, and burn him in Hell - what an evil destination. **[Nisa (4) : 115]**

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿

- **যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তাহা হইতে মুখ ফিরায়া লয় তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি। [সাজদা (৩২) : ২২]**

- And who does more wrong than he who is reminded of the *Ayât* (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of his Lord, then he turns aside therefrom? Verily, We shall exact retribution from the *Mujrimûn* (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.). **[Sajdah (32) : 22]**

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ
بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ
وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

- **তাহারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানবৃদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হইতে পারিত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়। [হাজ্জ (২২) : ৪৬]**

- And who does more wrong than he who is reminded of the *Ayât* (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of his Lord, then he turns aside therefrom? Verily, We shall exact retribution from the *Mujrimûn* (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.). **[Hajj (22) : 46]**

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

- **যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাহাদিগকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংশের দিকে লইয়া যাই যে, তাহারা জানিতেও পারিবে না। [আরাফ ৭) : ১৮২]**

- Those who reject Our *Ayât* (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), We shall gradually seize them with punishment in ways they perceive not. **[Araf (7) : 182]**

দীন পূর্ণাঙ্গ এবং ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ
وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَـٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ
فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

- **তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকমাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে যবেহ্কৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যাহা তোমরা যবেহ করিতে পারিয়াছ তাহা ব্যতীত, আর যাহা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তাহা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ নির্ণয় করা, এই সব পাপকার্য; আজ কাফিরগণ তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হইয়াছে; সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকিয়া ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইলে তখন আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [মায়েদা (৫) : ৩]**

- Forbidden to you (for food) are: *Al-Maytatah* (the dead animals - cattle-beast not slaughtered), blood, the flesh of swine, and the meat of that which has been slaughtered as a sacrifice for others than Allâh, or has been slaughtered for idols, etc., or on which Allâh's Name has not been mentioned while slaughtering, and that which has been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by the goring of horns - and that which has been (partly) eaten by a wild animal - unless you are able to slaughter it (before its death) and that which is sacrificed (slaughtered) on *AnNusub* (stone altars). (Forbidden) also is to use arrows seeking luck or decision, (all) that is *Fisqun* (disobedience of Allâh and sin). This day, those who disbelieved have given up all hope of your religion, so fear them not, but fear Me. This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islâm as your religion. But as for him who is forced by severe hunger, with no inclination to sin (such can eat these above-mentioned meats), then surely, Allâh is OftForgiving, Most Merciful. **[Ma'idah (5) : 3]**

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ
بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ
سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩﴾

- **নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর মতানৈক্য ঘটাইয়াছিল। আর কেহ আল্লাহর নির্দশনকে অস্বীকার করিলে আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। [আলে ইমরান (৩) : ১৯]**

- Truly, the religion with Allâh is Islâm. Those who were given the Scripture (Jews and Christians) did not differ except, out of mutual jealousy, after knowledge had come to them. And whoever disbelieves in the *Ayât* (proofs, evidences, verses, signs, revelations, etc.) of Allâh, then surely, Allâh is Swift in calling to account.

[Imran (3) : 19]

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

- **তাহারা কি চাহে আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন - যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই সেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে। [আলে-ইমরান (৩) : ৮৩]**

- Do they seek other than the religion of Allâh (the true Islâmic Monotheism worshipping none but Allâh Alone), while to Him submitted all creatures in the heavens and the earth, willingly or unwillingly. And to Him shall they all be returned. **[Imran (3) : 83]**

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

- **কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনও কবূল করা হইবে না এবং সে হইবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভূক্ত। [আলে ইমরান (৩) : ৮৫]**

- And whoever seeks a religion other than Islâm, it will never be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the losers. **[Imran (3) : 85]**

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ
مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ
إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

▪ আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীআত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তদ্দারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। সুতরাং সৎকর্ম তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

[মায়িদা (৫) : ৪৮]

▪ And We have sent down to you (O Muhammad SAW) the Book (this Qur'ân) in truth, confirming the Scripture that came before it and *Mohayminan* (trustworthy in highness and a witness) over it (old Scriptures). So judge between them by what Allâh has revealed, and follow not their vain desires, diverging away from the truth that has come to you. To each among you, We have prescribed a law and a clear way. If Allâh willed, He would have made you one nation, but that (He) may test you in what He has given you; so strive as in a race in good deeds. The return of you (all) is to Allâh; then He will inform you about that in which you used to differ.

[Ma'idah (5) : 48]

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

▪ এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এই সম্বন্ধে তাহাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং আত্মসমর্পনকারী না হইয়া তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করিও না। [বাকারা (২) : ১৩২]

▪ And this (submission to Allâh, Islâm) was enjoined by Ibrâhim (Abraham) upon his sons and by Ya'qûb (Jacob), (saying), "O my sons! Allâh has chosen for you the (true) religion, then die not except in the Faith of Islâm (as Muslims - Islâmic Monotheism)." **[Baqarah (2) : 132]**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿

▪ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হইয়া কোন অবস্থায় মরিও না। [আলে ইমরান (৩) : ১০২]

▪ O you who believe! Fear Allâh (by doing all that He has ordered and by abstaining from all that He has forbidden) as He should be feared. [Obey Him, be thankful to Him, and remember Him always], and die not except in a state of Islâm (as Muslims) with complete submission to Allâh. **[Imran (3) : 102]**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ
خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

▪ হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [বাকারা (২) : ২০৮]

▪ O you who believe! Enter perfectly in Islâm (by obeying all the rules and regulations of the Islâmic religion) and follow not the footsteps of *Shaitân* (Satan). Verily! He is to you a plain enemy. **[Baqarah (2) : 208]**

ثُمَّ أَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ تَقۡتُلُونَ أَنفُسَكُمۡ وَتُخۡرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمۡ
تَظَٰهَرُونَ عَلَيۡهِم بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَإِن يَأۡتُوكُمۡ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمۡ
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيۡكُمۡ إِخۡرَاجُهُمۡۚ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ
بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ﴿٨٥﴾

- **তোমরাই তাহারা যাহারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের এক দলকে স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করিতেছ, তোমরা নিজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও; অথচ তাদের বহিস্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন। [বাকারা (২) : ৮৫]**

- After this, it is you who kill one another and drive out a party of you from their homes, assist (their enemies) against them, in sin and transgression. And if they come to you as captives, you ransom them, although their expulsion was forbidden to you. Then do you believe in a part of the Scripture and reject the rest? Then what is the recompense of those who do so among you, except disgrace in the life of this world, and on the Day of Resurrection they shall be consigned to the most grievous torment. And Allâh is not unaware of what you do.

[Baqarah (2) : 85]

উপসংহার

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ

كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

- **স্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিব, অতঃপর মুশরিকদিগকে বলিব, 'যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে, তাহারা কোথায়? - অতঃপর তাহাদের ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে নাঃ 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না।'- দেখ, তাহারা নিজেদের প্রতি কিরূপ মিথ্যা আরোপ করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত উহা কিভাবে তাহাদিগ হইতে উধাও হইয়া গেল। [আনআম (৬) : ২২-২৪]**

- And on the Day when We shall gather them all together, We shall say to those who joined partners in worship (with Us): "Where are your partners (false deities) whom you used to assert (as partners in worship with Allâh)?" There will then be (left) no *Fitnah* (excuses or statements or arguments) for them but to say: "By Allâh, our Lord, we were not those who joined others in worship with Allâh." Look! How they lie against themselves! But the (lie) which they invented will disappear from them. **[An'am (6) : 22-24]**

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا

لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ

يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

- **বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে; সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যাহার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি অগ্নি, যাহার বেষ্টনী উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে। উহারা পানীয় চাহিলে উহাদিগকে দেওয়া হইবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যাহা উহাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে; ইহা নিকৃষ্ট পানীয়! আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়! [কাহফ (১৮) : ২৯]**

- And say: "The truth is from your Lord." Then whosoever wills, let him believe, and whosoever wills, let him disbelieve. Verily, We have prepared for the *Zâlimûn* (polytheists and wrong-doers, etc.), a Fire whose walls will be surrounding them (disbelievers in the Oneness of Allâh). And if they ask for help (relief, water, etc.) they will be granted water like boiling oil, that will scald their faces. Terrible the drink, and an evil *Murtafaqâ* (dwelling, resting place, etc.)! **[Kahf (18) : 29]**

وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

- স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে বৎস! আল্লাহর কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শিরক চরম যুলুম।' [লুকমান (৩১) : ১৩]

- And (remember) when Luqmân said to his son when he was advising him: "O my son! Join not in worship others with Allâh. Verily! Joining others in worship with Allâh is a great *Zûlm* (wrong) indeed.

[Luqman (31) : 13]

وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿

- এবং উহারা আরও বলিবে, 'যদি আমরা শুনিতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম, তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।' [মুলক (৬৭) : ১০]

- And they will say: "Had we but listened or used our intelligence, we would not have been among the dwellers of the blazing Fire!" **[Mulk (67) : 10]**

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١١﴾

- মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সহিত, তাহার মঙ্গল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে; ইহাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

[হাজ্জ ২২:১১]

- And among mankind is he who worships Allâh as it were, upon the very edge (i.e. in doubt); if good befalls him, he is content therewith; but if a trial befalls him, he turns back on his face (i.e. reverts back to disbelief after embracing Islâm). He loses both this world and the Hereafter. That is the evident loss. **[Hajj (22):11]**

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

- তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অত:পর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফের এবং তোমাদের মধ্যে কেহ হয় মুমিন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা সম্যক দ্রষ্টা। [তাগাবুন (৬৪) : ২]

- He it is Who created you, then some of you are disbelievers and some of you are believers. And Allâh is All-Seer of what you do. **[Taghabun (64) : 2]**

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

- **মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করিয়া লয় এবং আল্লাহ-প্রদর্শিত পথ লইয়া ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। উহাদেরই জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি। যখন উহার নিকয় আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরাইয়া লয় যেন সে ইহা শুনিতে পায় নাই, যেন উহার কর্ণ দুইটি বধির; অতএব উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। [লুকমান (৩১) : ৬ -৭]**

- And of mankind is he who purchases idle talks (i.e.music, singing, etc.) to mislead (men) from the Path of Allâh without knowledge, and takes it (the Path of Allâh, the Verses of the Qur'ân) by way of mockery. For such there will be a humiliating torment (in the Hell-fire). And when Our Verses (of the Qur'ân) are recited to such a one, he turns away in pride, as if he heard them not, as if there were deafness in his ear. So announce to him a painful torment. **[Luqman (31) :6-7]**

بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ﴿١٥﴾

- **বস্তুত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। [কিয়ামাঃ (৭৫) : ১৪-১৫]**

- Nay! Man will be a witness against himself [as his body parts (skin, hands, legs, etc.) will speak about his deeds]. Though he may put forth his excuses (to cover his evil deeds). **[Qiyamah (75) : 14-15]**

হাদীস

মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার আমল তাকে নাজাত দিতে পারে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও কি নন? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তাঁর ক্ষমা ও রহমতের দ্বারা আবৃত করে নেন। বর্ণনাকারী ইব্‌ন আউন (র.) স্বীয় হস্ত দ্বারা নিজ মাথার দিকে ইশারা করে বললেন, আমিও না। হাঁ, যদি আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন। [সহীহ মুসলিম - ৬৮৫৩ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.) .... আ্ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এমন কোন ব্যক্তিও নেই যার আমল তাকে নাজাত দিতে পারে, তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনিও কি নন? তিনি বলেন, আমিও নই। হাঁ যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা অভিসিক্ত করেন। [সহীহ মুসলিম - ৬৮৫৪ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র.) ..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কারো আমল তাকে জান্নাতে দাখিল করতে পারবেনা। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও কি নন? তিনি বললেনঃ আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ্ তাআলা তার স্বীয় অনুগ্রহ ও রহমত দ্বারা ঢেকে নেন। [সহীহ মুসলিম - ৬৮৫৫ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

আবূ সা'য়ীদ (আবদুল্লাহ্ ইবন সায়ীদ) (র.) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথমে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং তার ডানদিকে দুটো রেখা টানলেন এবং বাঁ দিকেও দুটো রেখা টানলেন। এরপর তিনি রেখার মধ্যবর্তীস্থানে হাত রেখে বললেনঃ এটা আল্লাহর রাস্তা। এরপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

'এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা ইহারই অনুসরণ করিবে। এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করিবে না, করিলে উহা তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (আনআম ৬:১৫৩) [সুনানে ইব্‌ন মাজাহ - ১১ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.) ... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তির আমলই তাকে নাজাত দিতে পারবেনা। এ কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বললেন, হাঁ আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন। তোমরা অবশ্য মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। [সহীহ মুসলিম - ৬৮৫১ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]